২০৭

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ OCT. 14 1999
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

শিক্ষার পরিবেশ এবং অধিকার

ছাত্রসমাজকেই সোচ্চার হতে হবে

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এখন বিধ্বস্ত, আর শিক্ষাঙ্গনগুলো সন্ত্রাসের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়েছে। কেন এ পরিণতির দিকে এগিয়ে গেল এর উত্তর কারও কাছে আর অস্পষ্ট নয়। ছাত্ররা নিশ্চয়ই সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য চায় না, আর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও কখনও বলেন না যে শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসকবলিত হোক। যদিও রাজনীতিকরা এ সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলার দায়িত্ব নেবেন না, তবুও এ দেশের জনগণ জানে যে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করা এবং ছাত্র-রাজনীতির নামে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার নেপথ্য শক্তি হচ্ছে রাজনৈতিক মদদ। অর্থাৎ রাজনৈতিক স্বার্থে ছাত্রদের ব্যবহার করার কারণেই শিক্ষাঙ্গনগুলো এখন সন্ত্রাসকবলিত হয়ে পড়েছে।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস কবে, কখন থেকে কারা শুরু করেছিল সেটাও অনেকেরই জানা। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে সন্ত্রাস চালু রয়েছে এবং যারা এ সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের কেউ কেউ শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাসের সূচনা করেছেন। বলা যায়, কেউ খুন এবং সন্ত্রাসের নষ্ট ক্যারিয়ার নিয়ে রাজনীতিতে আবির্ভূত হয়েছেন। এসব সত্য অনুসন্ধান করলে বর্তমানে বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের কারণগুলোও বের হয়ে যাবে। জাতিকে ধ্বংস করার জন্য দেশের ভেতরে এবং বাইরে অপশক্তি কাজ করে যাচ্ছে। যারা এ অপশক্তির ক্রীড়নক, তারাই ছাত্রদের ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলার উস্কানি দিয়ে যাচ্ছে। মূলত একটি রাজনৈতিক অপশক্তি আমাদের সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে হিংসা ও হানাহানির দিকে ঠেলে দিতে চায়। এ কারণে ক্যাম্পাসগুলোতে সন্ত্রাস, হল দখলের লড়াই আর প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপগুলোর মধ্যে হানাহানি অব্যাহত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষেই এ দেশের মানুষ এবং এ দেশের সাধারণ ছাত্রসমাজ সন্ত্রাস চায় না, চায় শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ এবং সুযোগ। অথচ এ নিয়ে কোন ছাত্র আন্দোলন হয় না। অকারণে হল দখলের লড়াই করে, ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে মানুষ খুন করার প্রতিযোগিতা হয়। একটি জাতির জন্য এটি যেমন দুঃখজনক তেমন বিপজ্জনকও। কেন শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য- এ দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অন্ধকারে ঠেলে দেয়ার জন্য শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে কে টার্গেট করা হয়েছে। বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে পড়ালেখার নিরাপদ পরিবেশ নেই এটি এখন সবারই জানা। সে কারণেই আমাদের ছাত্রছাত্রীদের বিরাটসংখ্যক পড়ালেখার জন্য ভারতে পাড়ি জমাচ্ছে।

অপরদিকে দেশের শিক্ষা খাতে বিরাট বাজেট বরাদ্দের কথা বলা হলেও তার কোন সুফল ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছায় না। শিক্ষা উপকরণের মূল্য, ভর্তি ফি, পরীক্ষা ফি এবং টিউশন ফি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া দেশের ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় শিক্ষাঙ্গনে অপ্রতুলতা এখন একটি বড় সমস্যা। এসব ব্যাপারে সরকার উদাসীন। তাহলে কি এ দেশের নাগরিকরা শিক্ষার জন্য পরদেশনির্ভর হয়ে থাকবে? ছাত্রছাত্রীরা যদি শিক্ষাঙ্গনের সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে এবং শিক্ষা খাতে তাদের ন্যায্য দাবী-দাওয়ার জন্য সোচ্চার না হন তাহলে তা জাতীয় দুর্যোগ ডেকে আনবে। সম্প্রতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে টিউশন ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। ছাত্রছাত্রীদের এই আত্মসচেতনতা আশাব্যঞ্জক। টিউশন ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন জাহাঙ্গীরনগরেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। গত বুধবার এবং বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে টিউশন ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে ধর্মঘট পালিত হয়েছে।

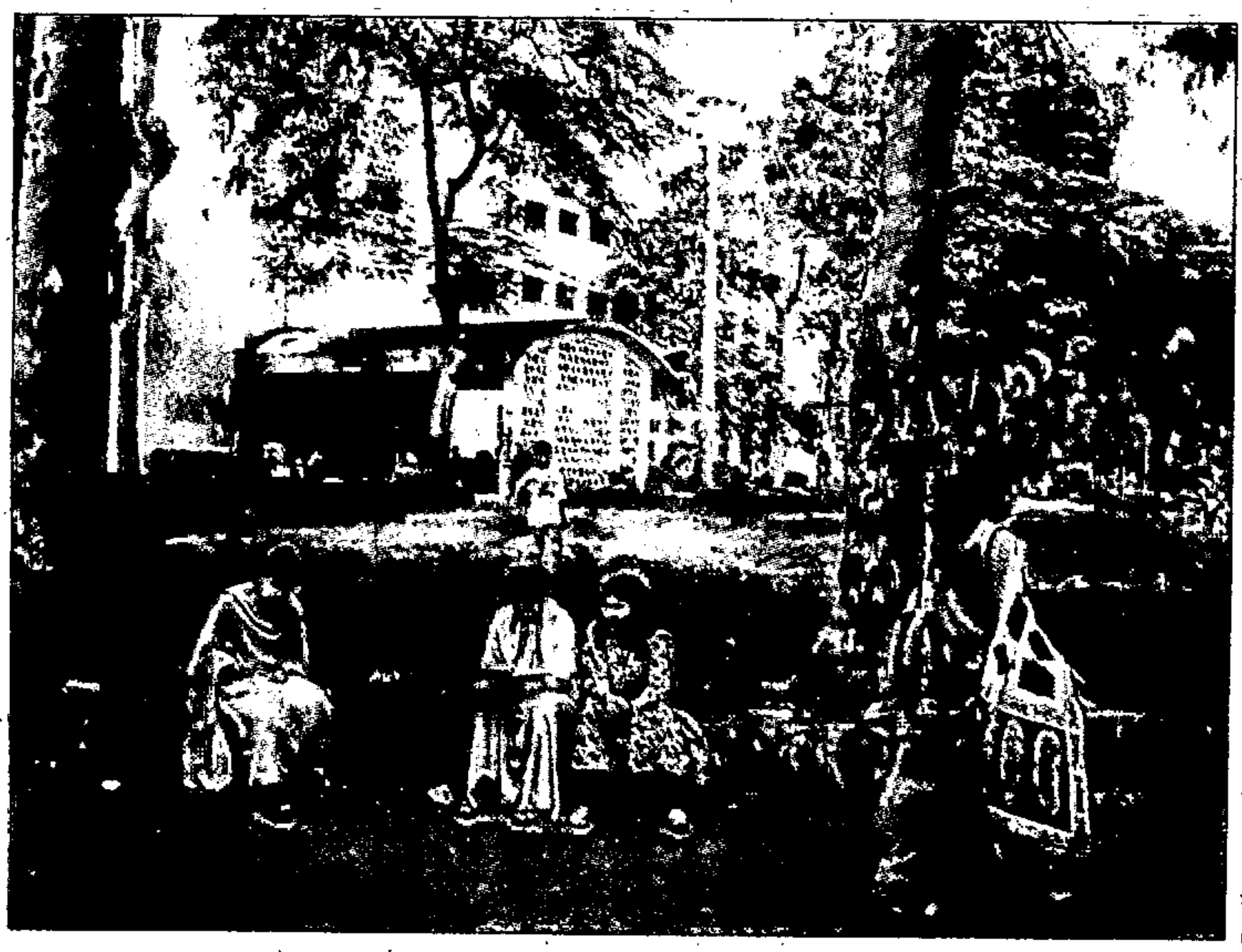

এই আন্দোলনে ফলাফল যাই হোক, অন্তত এই চেতনায় সোচ্চার হওয়ার অবকাশ এসেছে যে- শিক্ষার পরিবেশ রক্ষা এবং শিক্ষা খাতে সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য ছাত্রদের প্রতিবাদ-সংগ্রাম করতেই হচ্ছে। যারা এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের চেষ্টা করছে, যারা এ দেশের ছাত্রছাত্রীদের সামনে অনিশ্চয়তার ছায়া ফেলে প্রতিবেশী একটি দেশে পড়াশোনায় উৎসাহ যোগাচ্ছে, তাদের প্রতিরোধ করার জন্য এ দেশের তরুণ ছাত্রসমাজকে অবশ্যই সচেতনভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

টিউশন ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের ধর্মঘটের সময় কলা ভবন চত্বর। -ছবি মুজাহিদুল ইসলাম

❑ মুহাম্মদ আবদুল বাতেন